২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা</th><th>প্রস্তাব
(সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>কর্পোরেট কর:

বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার
<table><tr><th>ব্যবসার প্রকারভেদ</th><th>বিদ্যমান কর হার</th></tr><tr><td>১.স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি</td><td>৩৫%</td></tr><tr><td>২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি</td><td>২৫%</td></tr><tr><td>৩.স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৩৭.৫%</td></tr><tr><td>৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৪০%</td></tr><tr><td>৫. মার্চেন্ট ব্যাংক</td><td>৩৭.৫%</td></tr><tr><td>৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪০%</td></tr><tr><td>৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪৫%</td></tr></table></td><td>কর্পোরেট কর হার প্রস্তাব:
স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৩৫% কর্পোরেট কর এর পরিবর্তে ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ২৫%, ২৩% ও ২০% হারে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

তাছাড়া অন্য সকল স্তর থেকে কর্পোরেট কর হার আগামী ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ৫%, ৭% ও ১০% হারে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার
<table><tr><th>২০২০-২১</th><th>২০২১-২২</th><th>২০২২-২৩</th></tr><tr><td>২৫%</td><td>২৩%</td><td>২০%</td></tr><tr><td>২০%</td><td>১৮%</td><td>১৫%</td></tr><tr><td>৩২.৫%</td><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td></tr><tr><td>৩৫%</td><td>৩৩%</td><td>৩০%</td></tr><tr><td>৩২.৫%</td><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td></tr><tr><td>৩৫%</td><td>৩৩%</td><td>৩০%</td></tr><tr><td>৪০%</td><td>৩৮%</td><td>৩৫%</td></tr></table>
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই হ্রাসকৃত কর্পোরেট কর এর যোগ্য হবে যদি তা ব্যাবসা সম্প্রসারণে পুনঃবিনিয়োগসহ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড, শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে।</td><td>স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানির জন্য ২.৫% হ্রাস করে ৩২.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	বাস্তবায়ন
২.	**ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর:** (ক) প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য (খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০% (গ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫% (ঘ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২০% (ঙ) পরবর্তী ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -২৫% (চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ৩০% (ছ) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৩,০০,০০০/- টাকা (জ) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা (ঝ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,২৫,০০০/-টাকা	**ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর:** **২০২০-২১** অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,৫০,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,০০,০০০ টাকা করে নিম্ন বর্ণিত হারে আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করছি। **ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য** **(খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ৫%** **(গ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০%** **(ঘ) পরবর্তী ৮,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫%** **(ঙ) পরবর্তী ১২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ২০%** **(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ২৫%** **(ছ) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা** **(জ) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা** **(ঝ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০/-টাকা।**	**ক) প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য** **(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ৫%** **(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০%** **(ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫%** **(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ২০%** **(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ২৫%** **(ছ) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৩,৫০,০০০/- টাকা** **(জ) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা** **(ঝ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০/-টাকা।**
৩.	**কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% কর রয়েছে।**	• **কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% করের পরিবর্তে ১০% কর নির্ধারণের প্রস্তাব করছি এবং তা চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।** • নন সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলির জন্য লভ্যাংশের উপর ডাবল ট্যাক্স বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি। • কোম্পানীর একই গ্রুপের অন্য কর্পোরেট সত্ত্বা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর কর্পোরেট সংস্থাগুলির কর ছাড়ের বিবেচনায়	বাস্তবায়ন হয়নি।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	বাস্তবায়ন
		১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে নতুন সংজ্ঞা প্রণয়ন।	
৪.	**বর্তমানে ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতার জন্য শিক্ষা ভাতা:** সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য কোন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয় না।	সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক শিক্ষা ব্যয় **বাবদ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা কর অব্যাহতি** প্রদান করার প্রস্তাব করছি এবং ৬ষ্ট তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি।
৫.	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরনের বিষয়ে কোন বিধান নেই।	• কোম্পানির করযোগ্য আয়ের ৫% শতাংশ পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে উক্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা এবং ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্তির প্রস্তাব করছি। • এ ব্যাপারে নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করার প্রস্তাব করছি, যাতে করে গবেষণাখাতে অব্যয়িত অর্থ তিনবছর পর্যন্ত ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায়।	বাস্তবায়ন হয়নি।
৬.	বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয়, গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের ও কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে আয়কর থেকে কোন সুবিধা পাওয়া যায় না।	• বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয়, গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের ও কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে কর রেয়াতা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি।
৭.	জাতীয় রাজস্ববোর্ড কতৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী TIN **ধারী করদাতার সংখ্যার ৪৪ লক্ষ কিন্তু নিয়মিত ২২ লক্ষ TIN ধারী** আয়কর প্রদান করে থাকে।	• রাজস্ব আদায়ের হার অঞ্চলভিত্তিক বাড়ানোর জন্য জেলা ও শহরে করের আওতা বাড়াতে **করদানে সক্ষম ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে সার্ভে পরিচালনা করার প্রস্তাব করছি।** • **সেবাখাতকে করের আওতায় নিয়ে আসা এবং সকল আয়করদাতাদের অনলাইনে কর প্রদানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি।** • **ভারতের ন্যায় সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য যেন কোন করদাতাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কর কমিশনারের অফিসে না যেতে হয়।** • অর্থনীতির চিহ্নিত ১৫টি খাতের মধ্যে বিগত কয়েক বছর আমরা প্রবৃদ্ধি আশাব্যাঞ্জক দেখতে পাই। যেমন পরিবহনখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিগত বছর ছিল ৭%। তাই	ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থাকে জনপ্রীয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	বাস্তবায়ন
		যেসব খাত থেকে সম্ভাব্য অর্থায়ন সম্ভব সে সবখাত সে সবখাত থেকে কর আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কর প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা প্রয়োজন।	
৮.	বর্তমান আয়কর অধ্যাদেশ ধারা -৫৩ বিবিবিবি কিছু নির্দিষ্ট পণ্য বাদে অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য পন্য থেকে কর কর্তন করা শর্ত রয়েছ।কিন্তু ভ্যাট আইনের মতো রপ্তানী/ প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই।	• যেহেতু রপ্তানী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই সেহেতু ব্যাংক, কাস্টমার নিজেদের ইচ্ছামাফিক AIT কর্তন করে, তাই এ ধারায় রপ্তানী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর জন্য AIT এর হার পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।	বাস্তবায়ন হয়নি
৯.	বিদ্যমান আইনে ট্রেডিং বা প্রফিট এন্ড লস একাউন্টে প্রদর্শিত খরচসমূহের উপর উৎস কর কর্তন করা না হলে ধারা ৩০ অনুযায়ী খরচসমূহ অগ্রাহ্য করা হয় এবং মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত হারে কর আরোপ করা হয়। অর্থ আইন ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯ এ নতুন উপ ধারা ৩২ সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে মূলধনী প্রকৃতির খরচের (capital expenditure) উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর কর্তন করা না হলে তা অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য হবে।	• পুনঃ বিবেচনা পূর্বক ধারা ৩০ অনুযায়ী অগ্রাহ্যকৃত খরচ পৃথকভাবে ব্যবসা বা পেশার আয় হিসেবে বিবেচনা পূর্বক নিয়মিত হারে কর হতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি।
১০.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ সংশোধন করে অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এর উপ ধারা ১ এর প্রোভাইসো এর Para B বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of sales- অংশ হয় এরুপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে, অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of goods sold-এর অংশ হয় এরুপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২ এর sub-section (১) এর ক্লজ (b) এর আওতায় উৎস আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।	• এরূপক্ষেত্রে Cost of goods sold- এর অংশ হয় এরুপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২ এর sub-section (১) এর ক্লজ (b) এর আওতায় উৎস আয়কর কর্তন প্রযোজ্য না করার জন্য অনুরোধ করা হল।	বাস্তবায়ন হয়নি।

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১১.	**ব্যাংকিং খাত** ব্যাংকিং খাতে সঞ্চয় বা সেভিং থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর ১০% - ১৫% উৎসে কর আরোপ করা হয়ে থাকে। সঞ্চয় পত্রের প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকার উপর ৫% এবং ৫ লক্ষ টাকার উপর উৎসে কর ১০% আরোপ করা হয়েছে।	আমরা ব্যাংকে সঞ্চয় উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ন্যায় বিভিন্ন সঞ্চয়ী আমানতে এবং সকল সঞ্চয় পত্রের সুদের উপর ৫% হারে উৎসে কর আরোপ করার প্রস্তাব করছি।	
১২.	ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। প্রথমত, ঋণের অ্যাকাউন্টে আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং একই ঋণের আমানত ডিপোজিট হিসাবে জমা দেওয়ার পরে আবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।	ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি
১৩.	**পুঁজিবাজার** বর্তমানে করমুক্ত আয়ের তালিকায় বিকল্প অর্থায়ন সংস্থান ও পুঁজিবাজারের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো নেই। এখানে **মিউচ্যুয়াল ফান্ড** অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় (সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড) কর মুক্ত আয় সীমা। **স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত** কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত আয় সীমা।	ইক্যুইটি প্রোডাক্টের জন্য ৫ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। বিশেষত মিউচুয়াল ফান্ড, স্পেশাল পারপাস ভিহিকেল এর আওতায় মিউচুয়াল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ক্যাপিটাল করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এসকল প্রোডাক্টের ডিভিডেন্ডের উপর সম্পূর্ণ কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি। দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী বন্ড মার্কেট উন্নয়ন করতে বন্ডের সুদ পরিশোধ করার সময় উৎসে কর কর্তনের বিষয়টি রহিত করা হয়েছে।
১৪.	গ্রিন ফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড পরিকল্পণা ও নীতি নেই।	গ্রিন ফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে Infrastructure Bond' ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড চালু করতে পরিকল্পণা প্রণয়ন করার প্রস্তাব করছি। আর পাঁচ বছরের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ডের বিনিয়োগের উপর কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।	অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে শক্তিশালী বন্ড মার্কেট উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৫.	**ইলেকট্রিক ভিহিকেল গাড়ির চার্জিং স্টেশন** ইলেক্ট্রিক্র গাড়ি ও অটো বাইকের ব্যবহার বর্তমানে বাড়ছে। তাই ইলেক্ট্রিক্র ভিহিকেল চার্জিক স্টেশন প্রতিষ্ঠা করার চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু চাহিদা অনুপাতে চার্জিং স্টেশন এখনো গড়ে উঠেনি। কারণ ইলেক্ট্রিক্র ভিহিকেল চার্জিক স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কোন কর অব্যাহতি ও আর্থিক প্রণোদনা নেই।	ইলেক্ট্রিক্র ভিহিকেল চার্জিক স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি।
১৬.	**পাটখাত** স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণের সার্কুলার জারী করা আছে।	আমরা স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে বিদ্যমান মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি।
১৭.	**তৈরি পোশাক খাত** তৈরি পোশাক খাতের ডিজাইন এবং ডামি সেন্টার, স্যাম্পল, ইটিপি, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট প্রযোজ্য।	• তৈরি পোশাক খাতের ডিজাইন এবং ডামি সেন্টার, স্যাম্পল, ইটিপি, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। • তৈরি পোশাক খাতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	তৈরি পোশাক খাতে কর হার ১২% ও পরিবেশ বান্ধব তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য ১০% কর হার আর দুই বছর বৃদ্ধি করা হবে।
১৮.	বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে উৎসে কর ০.২৫% বিদ্যমান	আমরা বিদ্যমান উৎসে কর ০.২৫% বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি। রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর ০.৫% শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
১৯.	বর্তমানে ETP স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং ডিহিউমিডিফিকেশন কক্ষ স্থাপনের জন্য মেশিনারিজ আমদানির উপর শুল্ক রয়েছে। একইভাবে বর্তমানে ফায়ার সেফটি যন্ত্রপাতি যেমন স্প্রিংকেল, ফায়ার পাম্প, ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের উপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।	আমরা ETP স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং ডিহিউমিডিফিকেশন কক্ষ স্থাপনের জন্য মেশিনারিজ আমদানি উপর শুল্ক মওকুফ করার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি ফায়ার সেফটি যন্ত্রপাতি যেমন স্প্রিংকেল, ফায়ার পাম্প, ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের উপর শুল্ক মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।	বাস্তবায়ন হয়নি।
২০.	**ব্লু ইকোনমি** সমুদ্র অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের অবদান এবং সম্ভাবনা নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য নেই। গভীর সমুদ্র মাছ ধরা, মেরিকালচার প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ জনবল বাংলাদেশে নেই।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র অধীন একটি "সমুদ্র অর্থনীতি পরিসংখ্যান" নামে একটি জরিপ করা এবং এর জন্য বাজেট বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনীতির সঙ্গে	Propose to reduce the duty rate on the import of electrical signaling equipment, one of the main

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
	তাই এই খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য টেক্স হলিডে ও আর্থিক প্রণোদনা প্রয়োজন যা বিদ্যমান আইনে নেই।	সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে বাজেট বরাদ্দ করার পাশাপাশি এখাতে বিনিয়োগ করলে কর অবকাশ সুভিধা প্রদান ও সহজ শর্তে অল্প সুদে ঋণ প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	components of deep sea fishing, to encourage the fishing sector and tap the potential of the blue economy